Khabor Dot Kom

বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিধন

রফিকুল ইসলাম

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শত্রুরা খুবই সক্রিয় ছিল, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপর গঠিত শান্তি কমিটিগুলো ছিল বাঙালির জন্য অশান্তি কমিটি। তারপর গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো ছিল রাজাকার বাহিনী। এগুলো গঠিত হয়েছিল প্রধানত এ দেশের কুলাঙ্গারদের নিয়েই। বিহারিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল আলশামস ও ইপকাফ (ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স)। এখানেই শেষ নয়। আরও গড়ে তোলা হয়েছিল 'আলবদর' বাহিনী নামে গোপন 'ডেথ স্কোয়াড'। এই বাহিনীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও ছিলেন। একাত্তরের রাজাকাররা অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করে পাকিস্তানি সেনাপতি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর কাছে দিয়েছিল। সেই তালিকা অনুযায়ী আলবদর বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের শেষলগ্নে দেশের মাথা, সেরা বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের গোপন আবাস থেকে চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে প্রথমে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেণ্টারে আলবদর ঘাঁটিতে স্থাপিত 'টর্চার সেণ্টারে' নির্মম দৈহিক নির্যাতনের পর রায়েরবাজার বধ্যভূমি ও মিরপুর গোরস্থানে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল।

১৯৭১ সালের আলবদর বাহিনীকে তুলনা করা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হিটলারের ফ্যাসিস্ট নাৎসি বাহিনীর গেস্টাপো বা এসএস ফোর্সের সঙ্গে, যাদের কাজ ছিল ইহুদি বুদ্ধিজীবী হত্যা। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক হত্যার মধ্য

দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং দেশের প্রধান সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, অধ্যাপকদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

১৯৭১ সালের ২৫ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে পাকিস্তান বাহিনীর হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে নিহত হয়েছিলেন দর্শন বিভাগের গোবিন্দ চন্দ্র দেব, পরিসংখ্যান বিভাগের এ এন মুনিরুজ্জামান, ইংরেজি বিভাগের জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের ফজলুর রহমান, গণিত বিভাগের শরাফত আলী, ভূতত্ত্ব বিভাগের আবদুল মুকতাদির, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের এ আর খান খাদিম ও ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য। আরও নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেক। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান ও অধ্যাপক ফজলুর রহমান পরিবার-পরিজন নিয়ে এবং অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব তাঁর পালিত কন্যা রোকেয়ার স্বামীসহ নিহত হয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের শেষলগ্নেঞ্চ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অনেক শিক্ষককে তাঁদের পরিবর্তিত বা গোপন আবাস থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে তুলে নিয়ে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে স্থাপিত আলবদর ঘাঁটিতে নির্যাতনের পর রায়েরবাজার মধ্যভূমি ও মিরপুর গোরস্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেনঞ্চবাংলা বিভাগের মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও আনোয়ার পাশা; ইতিহাস বিভাগের সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আবুল খায়ের ও গিয়াসউদ্দিন আহমেদ; ইংরেজি বিভাগের রাশীদুল হাসান এবং শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিরাজুল হক খান, ফয়জুল মহী ও শাহাদত আলী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক মোহাম্মদ মোর্তজাকেও তারা হত্যা করে।

আলবদর বাহিনী শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই যুদ্ধ, ব্ল্যাক আউট ও কারফিউর মধ্যে ইপিআরটিসির একটা মাটিলেপা বাসে করে তুলে নিয়ে যায়নি; আরও অনেক সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলীকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতনের পর হত্যা করেছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেনঞ্চকবি মেহেরুন্নেসা, সাংবাদিক শহীদ সাবের, সুরকার আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লা কায়সার, সৈয়দ নজমুল হক, নিজামুদ্দীন আহমেদ, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, বিজ্ঞানী আবুল কালাম আজাদ, সিদ্দিক আহমদ, আমিনউদ্দিন, চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বী ও ডা. আলীম চৌধুরী। মেহেরুন্নেসা ও শহীদ সাবেরকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপর পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। অমর সুরকার আলতাফ মাহমুদকে ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়।

Khabor.Dot

Khabor Dot Kom

রায়েরবাজার
হত্যা করা হয়,
অঙ্গহীন লাশ শনাক্ত
যাঁদের মিরপুর
করে ধানখেতে
হয়েছিল, তাঁদের
বিশ্ববিদ্যালয়
সমাহিত করা হয়।
বধ্যভূমি তখন ছিল
তখন শহর রক্ষা
সালের ১৪ ডিসেম্বর
বুদ্ধিজীবীকে হত্যা

তাঁদের মধ্যে
বধ্যভূমিতে যাঁদের
তাঁদের অনেকের
করা সম্ভব হয়নি।
গোরস্থানে হত্যা
গণকবরে পুঁতে রাখা
দেহ শনাক্ত এবং
মসজিদের পাশে
রায়েরবাজার
জলাভূমি। কারণ
বাঁধ ছিল না। ১৯৭১
ওখানে যেসব
করে একটা

পরিত্যক্ত ইটের ভাটার গর্তে পানির মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল, তাঁদের লাশ কুকুর-শকুনে খেয়ে এমন অবস্থা করেছিল যে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের কয়েক দিন পর সে জায়গা খুঁজে বের করে মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার প্রমুখের লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

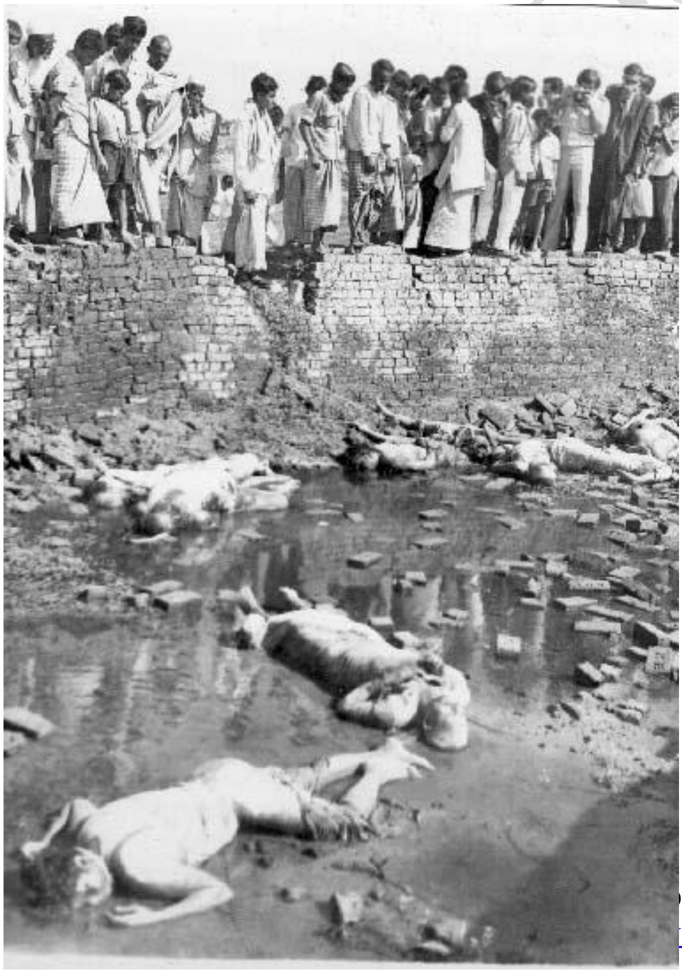

শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে জহির রায়হান বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মিরপুর অঞ্চলে নিখোঁজ হন। মিরপুর বধ্যভূমির খোঁজ পেয়েছিলাম স্বাধীনতার অনেক দিন পর। পুলিশের একজন ডিএসপির সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তান সড়ক পরিবহন সংস্থার যে মাটিলেপা বাসে বুদ্ধিজীবীদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে বাসের চালককে টাঙ্গাইলের গ্রামাঞ্চল থেকে ঢাকায় এনে তাঁর সাহায্যে জায়গা শনাক্ত করে লাশগুলো আমরা তুলে নিয়ে আসি। এসব লাশের যথারীতি ময়নাতদন্ত ও দাফন-কাফন হয়। তাঁদের জানাজায় যোগদানের পর মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আমাকে ক্ষুব্ধভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কেন এই বুদ্ধিজীবীরা ঢাকা ছেড়ে যাননি। একই প্রশ্ন মুনীর চৌধুরীর

ধানমন্ডির পৈতৃক নিবাসে সদ্য লন্ডন প্রত্যাগত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আমাকে করেছিলেন। তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কেউ নিজের বাড়িতে ছিলেন না, তাঁরা সবাই অন্যত্র লুকিয়ে ছিলেন, সেসব স্থান থেকে তাঁদের খুঁজে খুঁজে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভিনদেশি পাকিস্তানি সেনাদের যা পক্ষে সম্ভব ছিল না, যা একমাত্র তাঁদের সহকর্মী, প্রতিবেশী বা ছাত্রদের দ্বারাই সম্ভব ছিল; কার্যত হয়েছিল তা-ই। বছরের পর বছর যারা সহকর্মী হিসেবে একসঙ্গে কাজ করেছে, যাঁরা ছিলেন এদের কারও কারও শিক্ষক, জানত তাঁদের সম্পর্কে; এটা কি ভাবা যায় যে আদর্শগত মতবিরোধের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা গোপনে বিশিষ্টজনদের অবস্থান খুঁজে বের করবে? ড. হাসান জামান পরিচালিত একাডেমি ফর পাকিস্তান স্টাডিজের মাধ্যমে সেসব তথ্য তুলে দেবে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর কাছে? আলবদর লেলিয়ে দেবে তাঁদের ওপর? বিরতিহীন রকেট, বোমাবর্ষণ, গুলিবিনিময়, বিস্ফোরণ, সান্ধ্য আইন আর নিষ্প্রদীপ অন্ধকারের মধ্যে ধরে নিয়ে যাবে তাঁদের? কারও চোখ, কারও বুক উপড়ে নিয়ে বা হাত কেটে দিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে কতল করবে শিয়াল, কুকুর, কাক, শকুনের জন্য? নিজেদের গণকবর নিজেদের দিয়ে খুঁড়িয়ে সেখানে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মাটিচাপা দেবে মৃত বা অর্ধমৃত অবস্থায়? অবিশ্বাস্য হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ রকম মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধ চলেছে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই রমনার মাঠে পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশে থেকেও আমরা যাঁরা দৈবক্রমে বেঁচে গিয়েছিলাম, তাঁরা বিজয় উৎসব করতে পারিনি। যুদ্ধ শেষ হলে গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসার পর আমাদের প্রধান ও একমাত্র কাজ ছিল নিখোঁজ সহকর্মীদের অনুসন্ধান করা। পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও ১৬ ডিসেম্বর রাজাকার, আলবদর বাহিনীর সদস্যরা আত্মসমর্পণ করেনি। মিরপুরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিহারি অঞ্চলে আমরা ছুটে গিয়েছি মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর খোঁজে। কোথাও লাশ পড়ে আছে শুনলে সেখানে ছুটেছি, তখনো আমার সহকর্মী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বা সৈয়দ আকরম হোসেন নয় মাসের আত্মগোপন শেষে ঢাকায় ফিরে আসেনি। অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম ১৯৭১ সালে অপহৃত হতভাগ্য নারীদের উদ্ধারে বিভিন্ন সেনানিবাস বা সেনাছাউনিসংলগ্ন বন্দী নারী শিবিরগুলো থেকে

Khabor Dot Kom

একাত্তরের সবচেয়ে হতভাগ্য মা-বোনদের উদ্ধারে পাগলের মতো ছোটাছুটি করেছেন। এর মধ্যেও আমরা রায়েরবাজার বধ্যভূমি এবং মিরপুর গোরস্থানসংলগ্ন গণকবর থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে লাশ এনে শনাক্ত করে তাঁদের দাফন-কাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা করেছি। এভাবেই আমাদের বিজয় উৎসব পালিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড, বিশেষত বাংলা বিভাগের শিক্ষক-ছাত্রদের মনে এমন গভীরভাবে দাগ কেটেছিল যে, স্বাধীনতার পর তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা। এই ভাবনা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে মিরপুর বধ্যভূমিতে পাওয়া বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের লাশ দাফন করা হয়। প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসরূপে পালন করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে। ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর সকালে বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলা বিভাগ থেকেই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণ এবং জগন্নাথ হল গণকবরে পুষ্প অর্পণ, মিরপুর-মোহাম্মদপুর বধ্যভূমিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বা ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালন চালু হয়।

রফিকুল ইসলামঃ উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস।

Khabor Dot Kom